অবকাশ

কেমন লাগছে 'অবকাশ'? জানান আপনাদের মতামত। থাকে যদি কিছু পরামর্শ, তাও জানান। সানন্দে গ্রহণ করব আমরা। কারণ আপনারা ভালোবাসলে তবেই আমাদের পথচলা সার্থক।
আরও কিছু জানতে বা জানাতে এবং লেখা পাঠাতে -
মোবাইল ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫ অথবা ই-মেল lipiarambagh@gmail.com
যে ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন - দেবাংশু চক্রবর্তী, আর্থিক লিপি, ওয়ার্ড নং ৪, কোর্ট পাড়া, পোঃ-আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পিন-৭১২৬০১

গল্প

উদ্‌বেগ

নিত্যরঞ্জন দেবনাথ

আমি যখন মাধ্যমিক পরীক্ষায় দুর্দান্ত রেজাল্ট করি তখন অনেক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি জীবনে কী হতে চাও? আমি গর্ব করে বলেছিলাম, আমি পুলিশ অফিসার হবো। শুনে অনেকে অবাক হয়েছিলেন। একটি মেয়ে, যে নাকি রাজ্যের মধ্যে মাধ্যমিকে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে, তার লক্ষ্য পুলিশ হওয়া!

পরদিন দৈনিক কাগজে তা ফলাও করে ছাপাও হয়েছিল। এমনটা তো সচরাচর দেখা যায় না, তাই লেখালেখিটাও একটু বেশি হয়েছে। আই এ এস হতে চায় অনেক ছেলে মেয়ে। কিন্তু মেয়েদের পুলিশ হওয়ার লক্ষ্য রেয়ার।

আমার মা তো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছেন। তিনি চান তাঁর মেয়ে একজন ভালো ডাক্তার হোক। পুলিশ কথাটা বলল কোন আক্কেলে?

স্কুল থেকে মার্কশিট নেওয়ার সময় সাংবাদিকদের পাশে আমার বাবা ছিলেন। মা না থাকাতে বাঁচোয়া। থাকলে হয়ত আমাকে বলতেই দিতেন না। সব উত্তর মা-ই দিয়ে দিতেন। বাবাও অবশ্য আমার উত্তরে খুশি হননি, তা বুঝতে পেরেছি। তিনি সাংবাদিকদের বললেন, ভবিষ্যতে কী হবে, এখনও বলার মত ম্যাচুইরিটি আসেনি ওর। এইচ এস পাশ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এই বয়সে ছেলে মেয়েরা অনেক কিছু ভাবে। আমি যেমন ছোটবেলায় ভাবতাম, ডাকপিওন হবো। আরেকটু বড় হয়ে ভেবেছিলাম, বাসের ড্রাইভার হবো। তার কয়েক বছর পরেই ঠিক করেছি প্লেনের পাইলট হয়ে সারা পৃথিবী ঘুরবো। বাস্তবে তো কোনোটাই হল না। এখন যেমন ব্যাংকের অফিসার হয়ে চার দেয়ালের বদ্ধ ঘরে সারাটা দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। তাই মেয়ের ওসব কথা ধরবেন না।

বাড়ি এসে দেখি, মা আমার রেজাল্টে খুশি হলেও কেমন গুম হয়ে আছেন। এর মধ্যে অনেকে ফোন করেছেন, অভিনন্দন জানাচ্ছেন। প্রশংসা করছেন। আমি সত্যিই উচ্ছ্বসিত।

রাত এগারোটার সময় সবার খাওয়া-দাওয়ার পর মা আমার পড়ার ঘরে এলেন। মা স্কুল শিক্ষিকা। ইতিহাসে এম.এ। আমার দুটো প্রাইভেট টিউটর থাকলেও পড়াশুনার তদারকিটা সম্পূর্ণ আমার মা-ই করেন।

মা বললেন, 'তুমি সাংবাদিকদের এমন উদ্ভট উত্তর দিলে কেন?

আমি বললাম, আমি যা হতে চাই তাইতো বলব। তোমার কাছে উদ্ভট হতে পারে, আমার কাছে নয়।

মা বললেন, পুলিশ হয়ে কী করবে?

— কেন? পুলিশের যা কাজ তাই করবো। চোর, গুণ্ডা, বদমায়েশদের ধরবো। দেশবিরুদ্ধ কাজ যারা করে তাদের গ্রেফতার করে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করব। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা ভাববো।

মা চেঁচিয়ে বললেন, 'চুপ কর। আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ পুলিশের চাকরি করেনি। তোমাকেও করতে দেব না।

আমিও ততোধিক উচ্চস্বরে বললাম, কে বলেছে তোমাকে? আমার বাবা পুলিশ অফিসার, আমার স্বামী পুলিশ অফিসার, আমিও আই পি এস দিয়েছি। মেরিট লিস্টে প্রথমদিকে নাম আছে। আমার দু বছরের মেয়ে। ওকেও আমি পুলিশ অফিসার বানাবো। তুমি দেখে নিও।

মা স্তম্ভিত। এসব কী বলছে মেয়ে। শেষকালে কি মেয়েটা পাগল হয়ে গেল?

আমিও হতবাক। মাথাটা কেমন করে উঠল। যাঃ আসল সত্যিটা বলে ফেললাম। এবার কী হবে?

মা বললেন, ''এসব কী বলছো তুমি? শরীর ঠিক আছে তো?

আমি বললাম, আমার শরীরটা খারাপ লাগছে মা। তুমি এখন যাও। আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

মা একদৃষ্টে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। আমার কথাগুলোতে কোনও রি-এ্যাকশন হলো কি? মিনিট সাত-আট বসে থেকে মা বললেন, লাইট অফ করে শুয়ে পড়। আজ আর রাত করো না। বলেই বেরিয়ে গেলেন।

আমার আসল সত্যটা এবার সংক্ষেপে বলি। সবাইকে তো বলা যায় না। বিশ্বাসও করবে না। তার থেকে একটি গল্প বলি। ভদ্রলোকের নাম জগৎ সিং। দিল্লিতে অরিজিনাল বাড়ি। আই পি এস অফিসার। চাকরি সূত্রে শ্রীনগরের পহেলগাঁওতে পোস্টিং। তাঁর একমাত্র কন্যা নিশা। নিশা সিং। মায়ের নাম নীতা সিং। বরফের দেশ। বছরের অর্ধেক দিন বলতে গেলে বরফেই ঢাকা থাকে। ঠাণ্ডার দেশে থেকে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে অন্য রাজ্যে থাকাটাই তাদের পক্ষে অসম্ভব। বছরে একবার সপরিবারে পৈত্রিক বাড়ি দিল্লি আসে। তাতেও গরমে হাসফাঁস অবস্থা।

যেহেতু কাশ্মীর শ্রীনগর সন্ত্রাস কবলিত স্থান, তাই চাকরি জীবনটা চাইলেই থেকে যেতে পারেন। জগৎ সিং সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, চাকরি থেকে অবসর নিয়েও শ্রীনগরেই পাকাপাকিভাবে থেকে যাবেন। কারণ তাঁদের থেকেও নিশা মায়ের কষ্টটা বেশি হবে। সে গরম একদম সহ্য করতে পারেনা। নিশা বাবা-মায়ের আদরের সন্তান হলেও সে কিন্তু স্কুল কলেজে পড়াশুনা করেছে কঠোর আচরণবিধি এবং নিয়মনিষ্ঠা মেনে। শরীরচর্চা থেকে শুরু করে অস্ত্র চালনাতেও সে বেশ দক্ষ। দেখতে ফর্সা ফুটফুটে মেয়ে হলেও সাহস ও শক্তিতে কিন্তু কম যায় না। পড়াশোনাতেও বেশ মেধাবী।

নিশা কলেজে পড়াকালীন তার মনের মানুষের সন্ধান পেয়ে যায়। আনন্দ কুমার। ছ'ফুট উচ্চতা, পাকা আপেলের মত গায়ের রং। নিশার থেকে দুবছরের সিনিয়র। অত্যন্ত ব্রিলিয়্যান্ট। আনন্দ কুমারকে বাবা মায়েরও খুব পছন্দ। এক শুভদিনে জাঁকজকম করে ওদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর দু'জনে সারা কাশ্মীর শ্রীনগর চষে বেড়িয়েছে। যদিও নিশার বিশেষ বিশেষ স্থানগুলো অনেকবার ঘোরা। তবু মনের মানুষের সঙ্গে ভ্রমণের আনন্দই আলাদা। আরু ভ্যালি, নীলচে সবুজ লিডার নদী, বেতাব ভ্যালি যেখানে শুধু শ্বেতশুভ্র বরফ আর বরফ। ঐদিকে অমরনাথের চৌকাঠ চন্দনওয়াড়ি। এছাড়া বৈশরণ ভ্যালি ও কাশ্মীর ভ্যালি। আরও কত জায়গায় ঘুরেছে তার ইয়ত্তা নেই। শ্রীনগরকে বাইপাস করে যাওয়ার পথে পড়ে অবন্তীপুরা। ঝিলাম নদীর তীরে মহাদেব শিবকে উৎসর্গ করে রাজা অবন্তী বর্মন এখানকার মন্দিরগুলো স্থাপন করেন। ঐ মন্দিরে ওরা ভক্তিভরে পুজো দিল।

দেখতে দেখতে ওদের বিয়ের তিন বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে আনন্দকুমার আই পি এস দিয়ে চাকরিতে জয়েন করেছে। তাদের একটি ফুটফুটে মেয়েও হয়ে গেছে। দু-বছর হয়ে গেল। জগৎ সিং চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। এখন নাতনিকে নিয়ে তাঁদের সময় কাটে বেশ। নিশা এবার চাকরিতে ঢুকবে। সেও আই পি এস পরীক্ষা দিয়েছে। পাশ করে প্যানেল হয়ে আছে। শীঘ্রই হয়ত ডাক পড়লে চলে যেতে হবে।

এর মধ্যেই এক অঘটন। নিশা একদিন ইলেকট্রিক অফিসে দরকারে গিয়েছিল। ফেরার পথে জঙ্গিরা ওকে আটক করে। কারণ আনন্দ কুমার নাকি ওদের লিডারকে আটকে রেখেছে। ওকে না ছাড়লে ছমকি দিচ্ছে মৃত্যু অবধারিত। নিশা নত হওয়ার মতো মেয়ে নয়। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া তার ধাতে নেই। বাবার আদর্শে বড় হয়েছে। সে হার স্বীকার করতেই পারে না।

জঙ্গিরা জোর করে তার হাতে মোবাইল অন করে ধরিয়ে দিল। স্বামীকে যাতে বলে, এক্ষুনি তাদের লিডারকে যেন ছেড়ে দেয়। মোবাইলে আনন্দকুমারের সঙ্গে কথা বলল ঠিকই, লিডারকে যাতে ছেড়ে না দেয়, সে কথাই বারবার বলল। এরপর যা হওয়ার সেটাই হলো। নিশাকে তারা সেখানেই গুলি করল। ঐদিকে আনন্দ কুমার খবর পেয়ে ছুটে আসে। সেও তাদের সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে রক্ষা করতে পারল না।

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা গ্রামের একটি পরিবার। স্বামী-স্ত্রী ও তাদের একটি মেয়ে নিশা সরকার। ভদ্রলোক কমলেশ্বর সরকার ব্যাঙ্কে কাজ করেন এবং স্ত্রী মালবিকা সরকার স্কুলে আছেন।

নিশার যখন বারো বছর বয়স অর্থাৎ এইটে পড়ে তখন তার মাথায় গণ্ডগোল দেখা যায়। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রীর হঠাৎ এমন কেন হচ্ছে চিন্তার ব্যাপার। অনেক ডাক্তার বদ্যি দেখানো হলো। পরীক্ষা নিরীক্ষাও হল বিস্তর। ডাক্তার বললেন কোনো রাগ নেই। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। একথা সত্যি, তার স্কুলের রেজাল্ট কিন্তু খারাপ হচ্ছে না। যেমন প্রতি বছর ফার্স্ট হয়, তেমনি বরাবর ফার্স্ট হয়েই আসছে। কথাবার্তায় একটু অসংলগ্ন ভাব লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া অন্যদিকে সব ঠিক আছে।

ক্লাস নাইনে যখন উঠল তখন বাবা-মায়ের কাছে জোর বায়না শুরু করল --- সে শ্রীনগরে বেড়াতে যাবে।

অগত্যা। একমাত্র মেয়ের বায়না কাছে অপারগ বাবা-মা। যেতেই হয়। কাশ্মীর শ্রীনগর গিয়েই বাবা-মা ধন্দে পড়ে গেলেন। সমস্ত রাস্তাঘাট মেয়ের চেনা। কোথায় কী দেখার আছে নিখুঁত বলে নিচ্ছে।

বাবা-মাকে জোর করে নিয়ে গেল পহেলগাঁও। আচমকা অপরিচিত এক বাড়িতে ঢুকে পড়ল।

তার পরের ঘটনাগুলো হাস্যকর মনে হলেও গভীর চিন্তায় ফেলে দিয়েছে কমলেশ ও মালবিকাকে।

জগৎ সিংকে বারবার বলছে, কি বাপি তুমি আমাকে চিনতে পারছো না? আমি তোমার নিশা। ঝরঝরে হিন্দিতে অবিরত কথা বলে যাচ্ছে। মেয়ে ছোট থেকে বাবা মায়ের সঙ্গে কোথায় কোথায় গেছে, স্কুল কলেজে কোথায় কোথায় পড়েছে, এমন কি দিল্লির বাড়িতে যে গরমে কষ্ট হতো, তাও বাদ যায়নি।

জগৎ সিং তো থ! এ কী করে সম্ভব? তেরো বছর পর হঠাৎ? এ মেয়ে এল কোথা থেকে?

বাপি আমার টিনা কোথায়? টিনাকে তো দেখছি না। ওকেও কিন্তু আই পি এস দেওয়াবে। আমার কথা অমান্য করবে না বলে দিচ্ছি। তক্ষুনি টিনা এসে উপস্থিত। টিনা তখন টেন্থ ক্লাস পাশ করে ইলেভেন ক্লাসে পড়ে।

নিশা বলল, এই তো, এই তো আমার মেয়ে। বলেই মেয়েকে জড়িয়ে ধরল।

জগত সিং, নীতা সিং আর এদিকে কমলেশ ও মালবিকা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। এদের কাণ্ডকারাখানা দেখে হাসতেও পারছে না।

একটি তেরো বছরের মেয়ে ষোলো বছরের একটি মেয়েকে বলছে সে নাকি তার নিজের মেয়ে।

জগৎ সিং-এর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। এ মেয়ে যে তাঁরই মেয়ে, তিনি নিশ্চিত। কিন্তু কী করে সম্ভব?

গল্প এখানেই শেষ। জাতিস্মর বলে যে একটা কথা আছে তার ইতিহাস ঘেঁটে দেখা গেছে বয়স যত বাড়ে, আস্তে আস্তে পূর্ব জন্মের সমস্ত স্মৃতি মুছে যায়। এখানে কিন্তু পুরো উল্টো।

নিশা দিন দিন যত বড় হচ্ছে, পূর্ব জন্মের স্মৃতি যেন আরও প্রখর হচ্ছে জগৎ সিংয়ের মোবাইল নাম্বারও নিয়ে এসেছে। সে এখন প্রায়শই পূর্ব জন্মের পিতা ও কন্যার সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে। কিন্তু তার পরিণতি কী দাঁড়াবে? ভবিষ্যতে কোনদিকে গড়াবে? তাতে বাবা-মায়ের উদ্‌বেগের শেষ নেই।

পত্র-পত্রিকা পর্যালোচনা

অসীম মালিক

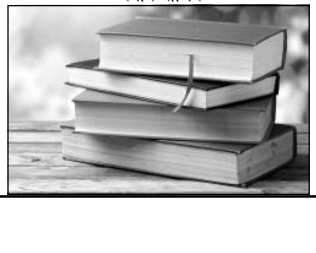

আরামবাগ থেরে প্রকাশিত 'উদ্ভাস' এবং 'আরামবাগ টাইম্‌স পত্রিকা'র শারদ অর্ঘ্য ১৪২৪ এক কথায় অনন্য। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, অণুনাটক ও মেদহীন গদ্যে সমৃদ্ধ পত্রিকা দুটি সকলের নজর কাড়ে। শুধু প্রবীণ নয় নবীনদের লেখাও পাঠককে প্রণিত করে।

প্রথমেই আসি 'উদ্ভাস' পত্রিকার কথায়। লেখক তপন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পত্রিকাটি একদাশ বর্ষে পা রাখলো। এটি আগাগোড়া একটি সাহিত্য পত্রিকা। কবিতা বাছাইয়ে সম্পাদক মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। পাঠকদের জন্য সাজিয়ে দিয়েছেন সাহিত্যের মণিমুক্তমালা। কবি অরুণ কুমার চক্রবর্তী, অজিত বাইরী, সাধন বারিক, গৌতম মুখোপাধ্যায়, দেবাংশু চক্রবর্তী, সজল কুমার টিকাদার, অজিত ভড়, উদয় নন্দী, সূর্য মন্ডল, মদন ভড়, তপন মুখোপাধ্যায়, তাপস কুমার হাজরা ও আরও অনেকের কবিতাপাঠে এক গভীর তন্ময়তা পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। কবি অরুণ কুমার চক্রবর্তীর কলমে—'জীবন বাঁচে মাত্র তিনদিন, তিনদিন খেলা'। অথবা অজিত বাইরীর বলিষ্ঠ উচ্চারণ, 'চিবুকে জলের দাগ'। বা সাধন বারিকের 'পথ ডাকছে পথের কাছে।' গৌতম মুখোপাধ্যায়ের ' জং ধরা ট্রাঙ্কের গভীর থেকে এ মুহূর্তে/ছুটে বেড়িয়ে আসছে অজস্র অক্ষর।' অথবা দেবাংশু চ ক্রবর্তীর জীবন বোধ, 'স্রোতের সংসারে ডুবে যান এ যুগের আদম আর ঈভ। পত্রিকার পাতায় পাতায় ছড়ানো উজ্জ্বল শব্দ পাঠককে বিফল মনরথ করেনা। কবিতার পাশাপাশি প্রবন্ধ, নাটক, অণুনাটক পাঠেও অনাবিল আনন্দ। এছাড়াও এইপত্রিকার নজর কাড়া সংযোজন 'ছোটদের পাতা'। কিছু কচি হাতের লেখা পাঠকদের ভাবিয়ে তোলে।

এবার আসি 'আরামবাগ টাইম্‌স পত্রিকা'র উৎসব সংখ্যার কথায়। সাংবাদিক কাকলি চ্যাটার্জীর সম্পাদনায় পত্রিকাটি সপ্তদশ বর্ষে পা রাখল। এটি একটি পাক্ষিক সংবাদপত্র। প্রতিবছর শারদ সংখ্যা বের হয়। এই বছর পত্রিকাটির প্রচ্ছদ প্রথমেই পাঠকের নজর কাড়ে। সম্পাদিকা মুক্ত গদ্যের উপর জোর দিয়েছেন। দক্ষ হাতে সাজিয়ে দিয়েছেন প্রবন্ধ ও গল্পের সম্ভার। এছাড়া ভ্রমণ, শ্রুতিনাটক, গ্রন্থসমালোচনা ও কবিতা জায়গা পেয়েছে। প্রবন্ধে দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়, দেবাশিষ শেঠ, বিভাংশু দত্ত, তপন মুখোপাধ্যায় ও আরও অনেকের লেখা দাগ কেটে যায়। এছাড়া গল্পে উদয় নন্দী, অসিত কুন্ডু, কাজল মাইতি এবং কবিতায় সাধন বারিক, দেবাংশু চক্রবর্তী, অরুণকুমার মান্না, অনন্যা বালিয়াল ও আরও অনেকের লেখা পত্রিকার মূল্যবান সম্পদ। কবিতায় সাধন বারিকের শাশ্বত উচ্চারণ 'মোট কথা আমি তোমাদের মত/ঘরে বসে থাকব না।' অথবা দেবাংশু চক্রবর্তীর 'বাকরুদ্ধ অরণ্য চু পিচুপি স্মৃতি-সন্ধ্যা ঘেঁটে/বেছে বেছে তুলে নেয় গর্ভ কুসুম।' এই সব অমূল্য লাইন পাঠকদের অসীম পাওয়া। সাহিত্য প্রেমীরা পত্রিকাদুটি সংগ্রহে রাখতে পারেন। তবেই সার্থক হবে লিটিল ম্যাগাজিনের পথচলা। আর দুটি সংখ্যাই পাওয়া আগামী ১১ জানুয়ারি ২০১৮ থেকে অনুষ্ঠিত আরামবাগ গ্রন্থমেলায়।